বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যে জুতার মালা জেলা জুড়ে নিন্দার ঝড়

ঝিনাইদহ শহরের প্রবেশদ্বার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের নামে নির্মিত চত্বর অপসারণ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এবার ভাস্কর্যে জুতার মালা পরানোর অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে ভাস্কর্যটির গলায় জুতোর মালা ঝোলানো অবস্থায় দেখা যায়। এ ঘটনায় জেলাবাসী, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে।

ঘটনাটি জানার পর সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কামালুজ্জামান ঘটনাস্থলে গিয়ে জুতার মালা অপসারণ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

একই সঙ্গে তিনি বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করেছেন এবং ঝিনাইদহ সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

কামালুজ্জামান বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি দেখার পর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি ভাস্কর্যে জুতার মালা পরানো হয়েছে। পরে সেটি অপসারণ করা হয়েছে। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি। এ ঘটনায় ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করছি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ঝিনাইদহ তথা সারা দেশের গর্ব। মহান মুক্তিযুদ্ধে নিজের জীবন দিয়ে তিনি বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছেন। এর আগে তার নামে নির্মিত স্থাপনা ভেঙে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। আবার আজকের ঘটনাটিও অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। যারা এ ধরনের জঘন্য কাজ করেছে, তদনমশ করে দ্রুত তাদেরকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাতিজা হাফিজুর রহমান বলেন, বারবার এই ভাস্কর্যের উপরে হামলা হচ্ছে। আমি মনে করি কোন একটি গোষ্ঠী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যের ওপর

হামলা ভাঙচুর এবং সর্বশেষ জুতোর মালা পরিয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। ওই গোষ্ঠী চাচ্ছেনা যে ভাস্কর্যটি ঝিনাইদহে স্থাপন হোক। এরা মুক্তিযুদ্ধের অপশক্তি। দ্রুত তদন্ত করব এদেরকে আইনের আওতায় আনার দাবী জানাচ্ছি।

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু তোয়াব অপু বলেন, ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্যে জুতার মালা দিয়ে অবমাননাকারী মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তির সংঘটিত ঘৃণ্য অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর দুদফা হামলায় ভাঙচুর এবং বর্তমান সরকারের আমলেও দিনের বেলায় প্রকাশ্য ভাঙচুরের ঘটনার ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি ঝিনাইদহে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের ভাস্কর্য ও চত্বরে বারবার হামলা- ভাঙচুর চালাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানান তিনি। সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তিনি এ প্রতিক্রিয়া জানান এবং বিকেলে প্রতিবাদ কর্মসূচির আহ্বান জানান।

জেলা বাসদের আহবায়ক এ্যাড. আসাদুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে, এই বীর সন্তানদের অবমাননার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানান। জেলা জাসদের সভাপতি বীরশ্রেষ্টদের অবমাননা পুরা বীরমুক্তিযোদ্ধা এবং পুরা দেশপ্রেমিক জাতিকে অবমাননার সামিল, এই ন্যাকারজনক ঘটনার সাথে জড়িতদের বিকচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। রাতে কে বা কারা এ ন্যক্কারজনক কাজ করেছে, তা খুঁজে বের করা হবে। এজন্য আমি সকল পক্ষকে নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং আমি পুলিশ সুপারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছি।

এর আগে গত ১৭ জুলাই ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের নামে নির্মিত চত্বর অপসারণ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। জেলা প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভা চত্বরটি অপসারণের কাজ শুরু করেছিল। তখনই ভাস্কর্য নির্মাণ-সংক্রান্ত প্রকল্পের মূল ফাইল খুঁজে না পাওয়ার বিষয়টিও

সামনে আসে।

তবে এবার ভাস্কর্যে জুতার মালা পরানোর ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। কে বা কারা রাতের আঁধারে এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

হরিণাকুণ্ডুর ৮০ বিঘা জল-সাম্রাজ্যের সফল কারিগর রফিকুল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার নারানকান্দি গ্রামের মাঠজুড়ে এখন শুধু পানি আর পানি। ৮০ বিঘা জমির উপর খনন করা বিশাল জলরাশিতে চলছে মাছের চাষ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের কারিগর এক সময়ের সাধারণ কৃষক বর্তমান কৃষি উদ্যোক্তা মো. রফিকুল ইসলাম।

একসময় এসব জমিতে ধান ছাড়া কিছুই হতো না। বর্ষায় জলাবদ্ধতা আর শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে ফসল মারা যেত। সেই অনাবাদি ও পতিত জমিকেই তিনি রূপান্তরিত করেছেন লাভজনক মৎস্য খামারে।

রফিকুল ইসলাম ৩ বছর আগে সাহস করে ৮০ বিঘা জমি লিজ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। প্রথম বছরে লোকসানের ভয় থাকলেও মৎস্য অফিসের পরামর্শ ও নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ তিনি সফল। তার খামারে এখন রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প ও গ্রাস কার্পের চাষ হচ্ছে।

সোমবার (৫ অক্টোবর) সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ভোর থেকে শ্রমিকরা জাল টানছেন। জালে ধরা পড়ছে বড়-ছোট বিভিন্ন ধরণের মাছ। ছোট মাছ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আর বড় বড় মাছ ধরে বাজারের উদ্যেশে ড্রামে ভরা হচ্ছে। খামারের উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম বড় সাইজের মাছ নিয়ে হাসিমুখে ড্রামে ভরছেন। এই খামারে স্থায়ীভাবে ১২ জন ও অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে ১০জন কাজ করছেন। মাছের খাদ্য সরবরাহ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িয়ে আরও অন্তত ৩০টি পরিবার। সব মিলে ৫০টি পরিবারের জীবিকা চলছে এই মৎস্য খামারের উপরে।

সফল উদ্যোক্তা রফিকুল ইসলাম বলেন, “আমি ১৪ বছর আমেরিকা এম্বাসিতে চাকরি করেছি, পরে ভাবলাম নিজ এলাকায় যেয়ে কিছু বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় কিভাবে, সেই ভাবনা থেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে নিজের জমিতে কিছু করতে চেয়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে এখন বছরে খরচ বাদে ২৫-৩০ লাখ টাকা উপার্জন করছি। আমার দেখাদেখি এখন অনেক তরুণ মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছে।”

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, “রফিকুল ইসলাম আমাদের উপজেলার একজন মডেল মৎস্য খামারী। এককভাবে ৮০ বিঘা জমির এত বড় মৎস্য প্রকল্প এই জেলায় বিরল। আমরা তাকে সব ধরনের কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি।”

স্থানীয়রা মনে করছেন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে রফিকুলের এই খামার থেকে বছরে কয়েকশ মণ মাছ উৎপাদন করা সম্ভব, যা দেশের আমিষের চাহিদা মেটাতে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

ঝিনাইদহে ৪০ কোটি টাকার রাস্তা নির্মানে ব্যাপক অনিয়ম

ঝিনাইদহ শহররে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের মেগা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে চরম অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের আওতাধীন সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পে সাববেজ (ভিত্তিস্তর) তৈরির ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী উন্নতমানের খোয়া ও পাথর ব্যবহার না করে সরাসরি আস্ত ইট ও ধুলাবালি ছাড়া বিছিয়ে সড়ক ও জনপথের এসও আল মামুনের সামনেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক বাবু পাটোয়ারি।

রোববার দুপুরে সরেজমিনে পরিদর্শনে গেলে এমন অনিয়মের চিত্র পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে তড়িঘড়ি করে ভেকু (এক্সকাভেটর) দিয়ে সড়ক থেকে আস্ত ইট তুলে নিতে দেখা যায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজনকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল থেকে আরাপপুর মোড় হয়ে হামদাহ বাইপাস পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণে দুই প্যাকেজে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৮ ফুট সড়কটিকে ৩৪ ফুটে উন্নীত করার অংশ হিসেবে ১৬ কোটি টাকায় ‘রিজিড পেভমেন্ট’ এবং ২৪ কোটি টাকায় ‘ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট’ নির্মাণের কথা। মূল কাজটি পেয়েছে ‘হাসান টেকনো’ ও ‘মাসুদ হাইটেক’ নামের দুইটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরেজমিনে দেখা যায়, মূল ঠিকাদার নিজে কাজ না করে বাবু পাটোয়ারী নামের একজন সাব-ঠিকাদারের কাছে পুরো কাজটি বিক্রি করে দিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হান্নান, ওলিয়ার রহমান ও সবুজ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “শুরুর দিন থেকেই আমরা দেখছি এই মেগা প্রকল্পের কাজে চরম দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। সাববেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো বালি ব্যবহার করা হয়নি, ধুলোবালি আর নিম্নমানের আস্ত ইট দিয়ে রোলার করা হচ্ছে। সরকারি কোটি কোটি টাকার বাজেট হলেও এভাবে কাজ করা মানে ¯◌্রফে জনগণের ট্যাক্সের টাকা পানিতে ফেলা।”

অভিযোগ রয়েছে, সরকারি খাতের এই গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজের স্থানে তদারকি কর্মকর্তা হিসেবে সওজের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (এসও) হাসান আল মামুনের সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মিলিকের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা ঘুষ নিয়ে সাইডে থাকেন না। এসময় কাজের সাইটে তাঁর দেখা মেলেনি।

সংবাদ কর্মীদের মাধ্যমে জানতে পেয়ে বিকেলেই দুর্ঘটনাস্থল ও কাজের সাইট পরিদর্শনে আসেন ঝিনাইদহ সওজের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জিয়া উদ্দীন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী তুহিন আল মামুন। কাজের নিম্নমান ও ভেকু দিয়ে ইট তোলার দৃশ্য দেখে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন তারা।

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জিয়া উদ্দীন বলেন, “যেভাবে কাজটি করা হচ্ছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নির্দিষ্ট গ্রেডের খোয়া না দিয়ে আস্ত ইট বিছিয়ে সড়ক প্রস্তত করা অত্যন্ত দুঃখজনক।”

ঘটনাস্থলে কাজের ধরণ দেখে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তুহিন আল মামুন সাংবাদিকদের জানান, “এভাবে আস্ত ইট ও ধুলাবালি দিয়ে সড়ক নির্মাণ করার কোনো সরকারি বিধান নেই। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সাইট ভিজিট করে কাজ বন্ধ করে দিয়ে গেলাম। নিয়মানুযায়ী সিডিউল মেনে নতুন করে সঠিক গ্রেডের খোয়া ও

বালি দিয়ে সাববেজ প্রস্তুত না করা পর্যন্ত কোন বিল ছাড় দেওয়া হবে না।”

এদিকে অনিয়মের বিষয়ে জানতে মূল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মাসুদ হাইটেক বা হাসান টেকনোর কোনো প্রতিনিধিকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। আর কাজের দায়িত্বে থাকা সাব-ঠিকাদার এসআর ইন্টারপ্রাইজের মালিক বাবু পাটোয়ারীর সাইট ম্যানেজার মাসুদ ও সুপারভাইজার লিটন জানান, আমরা যানজট নিরসনে সাইট বৃদ্ধি করতে এভাবে কাজ করছি। এটা সিডিউলে নেই। দায়বদ্ধতার দিক থেকে আপাতত এটা করছি। এটা স্থায়ী কাজ নয়। মুল কাজ শেষ হলে এটা তুলে নতুন করে করা হবে।

কালীগঞ্জে মাদ্রাসার পাশের মুরগীর খামারের দুর্গন্ধে শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে বাইরে পাঠদান

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারপাখিয়া দাখিল মাদ্রাসার পাশে গড়ে ওঠা পোল্ট্রি মুরগির খামারের দুর্গন্ধে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

বিকট দুর্গন্ধের কারণে অধিকাংশ সময় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করানো সম্ভব হচ্ছে না। যে কারণে বাধ্য হয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ মাদ্রাসাটির সুপারসহ শিক্ষকদের।

বারপাখি গ্রামের প্রবাসী জসিম উদ্দিনের স্ত্রী মলিনা বেগম নিজ বাড়িতে পোল্ট্রি মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। মাদ্রাসার কাছাকাছি হওয়ায় খামার থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়মিত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পড়ালেখার পরিবেশ চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এমনকি আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার।

মাদ্রাসাটির দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মুরসালি জানান,দুর্গন্ধে এই

মাদ্রাসায় শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা করতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। বাতাসে সব সময় দুর্গন্ধ ভেসে বেড়ায়, যা নাকে আসা মাত্রই এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে। বেশ কিছুদিন ধরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকলেও কোন সমাধান মিলছে না।

মাদ্রাসার সুপার আবুল কালাম আজাদ জানান, এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়কে আমরা জানিয়েছি। তিনি আমাদেরকে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার জন্য বলেন এবং আমরা সেখানে লিখিত অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সামাজিকভাবে চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। প্রচন্ড দুর্গন্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিকভাবে ক্লাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও জানান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে খামারের মালিক মলিনা বেগম বলেন, তিনি নিজ বাড়িতে অল্প পরিমাণে পোল্ট্রি মুরগি পালন করেন। এক মাস বয়স হলে মুরগিগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, প্রথম ২০ দিন খামারে তেমন কোনো দুর্গন্ধ থাকে না; শেষের দিকে প্রায় ১০ দিন কিছুটা দুর্গন্ধ হয়। এ সময়টুকু শিক্ষার্থীরা সহ্য করলে কী এমন হয়।

কয়েক জন অভিভাবকের সাথে এই বিষয়ে কথা হলে তারা বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে এ ধরনের পোল্ট্রি খামার থাকা কাম্য নয়। দুর্গন্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে। তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে খামারটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিও জানান।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদ বলেন,”মাদ্রাসা থেকে শিক্ষকরা আমার কাছে এসেছিলেন । বর্তমানে বিষয়টি কি পর্যায়ে আছে তা খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।”

ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মনের সাথে এ বিষয়ে কথা হলে তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

ঝিনাইদহের নদী রক্ষায় নিজে কচুরিপানা পরিষ্কার করলেন বিএনপি নেতা মজিদ বিশ্বাস

ঝিনাইদহ শহরের প্রাণ বলা হয় ঐতিহাসিক নবগঙ্গা নদীকে। এই নদীর তীর ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে আজকের ঝিনাইদহ শহর। অথচ অবহেলা আর অনাদরে সেই নবগঙ্গা নদীই আজ অস্তিত্ব¡ সংকটে পড়েছে।

পুরো নদী এখন ঘন কচুরিপানায় ঢাকা, পানির ওপর এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। কচুরি পানায় উপরিভাগ ঢাকা থাকায় মাছ অক্সিজেনের অভাব অনুভব করছে ঠিকমত খাবার পাচ্ছেনা। আর চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন নদীর ওপর নির্ভরশীল তীরবর্তী সাধারণ মানুষ। বন্ধ হয়ে গেছে তাদের স্বাভাবিক গোসল ও নিত্যদিনের পানির ব্যবহার।

নদীটির এই করুণ দশা দেখে এবার তা রক্ষায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। কোনো প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং নদীকে বাঁচাতে তিনি নিজেই নেমে পড়েছেন নবগঙ্গায়। গত কয়েকদিন ধরে নিজ হাতে পরিষ্কার করছেন মাইলের পর মাইল জমে থাকা কচুরিপানা।

নিজের এই ব্যতিক্রমী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আব্দুল মজিদ বিশ্বাস। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “আমার শৈশব থেকে শুরু করে আজ ৫৭ বছর বয়স পর্যন্ত এই নদীর সাথেই আমার আত্মিক সম্পর্ক।

আমি দীর্ঘদিন আশায় ছিলাম হয়তো নদীটিকে বাঁচানোর জন্য কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে। কিন্তু কাউকে এগিয়ে আসতে না দেখে বাধ্য হয়ে নিজেই এই কাজে নেমে পড়েছি।”

আঃ মজিদ বিশ্বাস, বলেন আমি ভাবকাম সামনে সনাতনধর্ম পুজা অনুষ্ঠিত হবে। এই কচুরিপানা পরিষ্কার না করলে তারা তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারবে না। তাই নিজ খরচে নিজ উদ্যোগে আমি কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেলাম। গত বছরও আমি এই নদীর কচুরিপানা

পরিষ্কার করেছিলাম।

স্থানীয় বাসিন্দারা তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ঝিনাইদহের পরিবেশ সচেতন মহল মনে করছেন, আব্দুল মজিদ বিশ্বাসের এই উদ্যোগ কেবল নদী পরিষ্কারই কাজ নয়, বরং হারিয়ে যেতে বসা নবগঙ্গা নদীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য একটি বড় সামাজিক বার্তা।

তারা আশা করছেন, তাকে দেখে সমাজের অন্যান্য সামাজিক বান্ধব ও সাধারণ মানুষও পরিবেশ ও নদী রক্ষায় একাত্ম হয়ে এগিয়ে আসবেন।

শৈলকুপায় অভিযান চালিয়ে ৭৭ পিস অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ

মৎস্য সম্পদ সুরক্ষায় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অভিযান চালিয়ে ৭৭ পিস অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য দপ্তর।

শনিবার (৩ অক্টোবর) শৈলকুপার কুমার নদের দেবতলা ও দামুকদিয়া ঘাট এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন। এ সময় শৈলকুপা থানার এসআই তরিকুল ইসলামসহ পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিল।

অভিযানে মোট ৭৭ পিস অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। জব্দ করা এসব জালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ টাকা। পরে কবিরপুর নতুন ব্রিজের পাশে জনসম্মুখে জব্দ করা জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন বলেন, চায়না দুয়ারি জাল মাছের পাশাপাশি বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও মাছের পোনা ধ্বংস করছে। মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং নদীর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ ধরনের অবৈধ জালের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে। কেউ নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার বা বিক্রি করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহের পবহাটিতে সামাজিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে সাপ্তাহিক খাদ্য বিতরণ

ঝিনাইদহের পবহাটি পুকুর পাড়ে সামাজিক ও মানবিক সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি শুক্রবার বিশেষ খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। তারই ধারা বাহিকতায় প্রতি শুক্রবারের ন্যায় আজ (২ অক্টোবর) সামাজিক দায়িত্ববোধ ও মানবিক প্রতিশ্রুতির জায়গায় অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মাঝে একবেলা মানসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

পবহাটি গ্রামের গরিব, বিধবা ও এতিম মানুষের মুখে হাঁসি ফোটানোর লক্ষ্যে জাহানারা জাবেদ (জে জে) ফাউন্ডেশন, জেনারেল জিয়া ফাউন্ডেশন এবং পবহাটি গ্রামবাসীর যৌথ উদ্যোগে এই মানবিক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

আজ শুক্রবার পবহাটি পুকুর পাড়া জামে মসজিদের সামনে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে নিজ হাতে খাদ্য বিতরণ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক আক্তারুজ্জামান আক্তার।

পুরো কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা ও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ঠ সমাজ সেবক আসাদুল ইসলাম দুলাল, জাহানারা জাবেদ ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান লিটন, যুগ্ম সম্পাদক আলী হোসেন, এছাড়াও সাইফুল ইসলাম, নয়ন, সাব্বির, রিপন, জয়নুল ও জনিসহ স্থানীয় একঝাঁক দ্যেমী যুবক ও গ্রামবাসী।

আয়োজকরা জানান, সমাজে যারা সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায়, সপ্তাহের একটি দিন তাদের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক একটি কাজ। ধর্মীয় ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই নিয়মিত এই আয়োজন করা হচ্ছে এবং আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। গ্রামের অসহায় মানুষের জন্য সমাজের বিত্তবান ও মানবিক সংগঠনগুলোর এমন যৌথ উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে।

ঠিকানা জটিলতায় আটকে গেল মিশনের প্রাথমিক নিয়োগ

ঠিকানা জটিলতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে ঝিনাইদহের মিশন আচার্যের নিয়োগ আটকে গেছে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও নিয়োগপত্র না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন মিশন ও তাঁর পরিবার। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মিশনের নিয়োগের বিষয়টি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে।

মিশন তাঁর পরিবার নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে বসবাস করেন।

মিশনের পরিবারের সদস্যরা জানান, মিশন এর আগে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) পদেও লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তখনও ঠিকানা যাচাইয়ে তিনি বাদ পড়েন। পরে সদর উপজেলার পন্ডিতপুর গ্রামে তার এক আত্মীয় মিশনের নামে দুই শতক জমি দেন এবং সেটি তার নামে রেজিস্ট্রিী করে দেন।

স্থানীয়রা জানান, মিশনের পরিবার চার দশকের বেশি সময় ধরে কলাবাগান এলাকায় বসবাস করছে। প্রতিবেশীরা তাদের পরিবারটিকে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে চেনেন এবং দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বসবাস করতে দেখেছেন। তাঁরা রকখনো অীন্যত্র বসবাস করেননি।

জানা গেছে, মিশন আচার্র্য ঝিনাইদহের কাঞ্চননগর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ২০১০ সালে বাণিজ্য বিভাগে এসএসসি, শিশুকুঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।

মিশনের দিদিমা সুবর্ণা বিশ্বাস জানান, স্বাধীনতার কয়েক বছর পর তারা পরিবার নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান এলাকায় এসে ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে তার মেয়ে ময়নার বিয়ে হয়। পরে তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যান। এরপর মানুষের বাড়িতে কাজ করে সন্তাদের বড় করেছেন ময়না।

মিশনের বড় ভাই শৈলেন আচার্য বলেন, “প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পর গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাদের বাড়িতে এসে পরিবারের তথ্য নিয়ে যান। এরপর চূড়ান্ত ফলাফলে মিশনের নিয়োগ আটকে যায়। বিষয়টি নিয়ে মিশন ঢাকায় শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করেছেন। জানি না আমাদের কপালে কী আছে।”

মিশন আচার্য বলেন, “নিয়োগের আবেদন ফরমে বর্তমান ও স্থায়ী- দুই ঠিকানাতেই কলাবাগানের ঠিকানা দিয়েছেন। তার নামে আসা সব চিঠিপত্রও ওই ঠিকানায় এস পৌঁছায়। তাহলে ঠিকানা যাচাইয়ে সমস্যা হলো কেনো, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।”

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন প্রিন্স বলেন, “ঘটনাটি শোনার পর আমরা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। আশা করছি, শিগগিরই এ সমস্যার সমাধান হবে।”

শৈলকূপায় স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্বামী গুরুতর আহত, স্ত্রী আটক

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পারিবারিক কলহের একপর্যায়ে স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে স্বামী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত স্বামী মোঃ মিরাজ বিশ্বাস (৪০), উপজেলার ১৩ নং উমেদপুর ইউনিয়নের আড়ুয়াকান্দি গ্রামের আবু বকর বিশ্বাস এর ছেলে । অভিযুক্ত স্ত্রী মোছাঃ সুমাইয়া খাতুন (২৫), যশোর জেলার সদর থানার দলনগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায় মিরাজ দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে সুমাইয়াকে বিয়ে করে ঘরে আনেন।

অভিযোগ রয়েছে, গত এক বছরে সুমাইয়া সংসারের কোনো কাজকর্ম করেন

না এবং আগের পক্ষের সন্তানদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হতো।

আহত মিরাজ জানান, তিনি তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। গতকাল সামান্য কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তার স্ত্রীকে একটি চড় মারেন।

এরই জের ধরে গত রাত আনুমানিক ৩টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীর গলায় ও গোপনাঙ্গে আঘাত করেন স্ত্রী।

মিরাজের চিৎকার শুনে তার বাবা-মা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে শৈলকূপা থানার এসআই জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত সুমাইয়াকে পুলিশ হেফাজতে নেন। শৈলকূপা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

একটি সবুজ ও বাসযোগ্য পৃথিবীর প্রত্যাশায় ঝিনাইদহে “বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২৬” উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের আয়োজনে ব্যাংকের কার্যালয় চত্বরে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক মো. নূরুন্নবী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক

লিমিটেডের সহ-সভাপতি এম এ গফুর, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের সদস্য ও জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, জেলা সমবায় অফিসার মো. তানভীর আহমেদ, এবং ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফারুক হোসেন, উপজেলা সমবায় অফিসার শামীমা নাসরিন, এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার মো. জাহিদুর রহমান, সদস্য সৈয়দ শফিউল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, সাইফুর রহমান ও জাফর ইকবালসহ অন্যান্যরা। এ সময় সমবায় ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ ও বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরে সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।